FEB. 3 2001

বরিশাল মেডিকেলে তীব্র শিক্ষক সংকট বার বার আন্দোলনে নামছে ছাত্রছাত্রীরা

পুলক চ্যাটার্জি, *বরিশাল ব্যুরো*

শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম এখন বিপর্যস্ত। মেডিকেলে চরম শিক্ষক সংকট, শিক্ষা উপকরণ এবং আবাসিক সংকট চলছে। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকসহ অন্যান্য সমস্যা দূর করার দাবিতে বারবার আন্দোলনে নামছে। কিন্তু শিক্ষক আসছে না। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু ওই শিক্ষকরা আসেন না। কলেজে যোগদানের আগেই বদলির অর্ডার করিয়ে নেন। শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজের ৩৪টি বিষয়ে অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা ৯৩টি পদ। শূন্য রয়েছে ৩৫টি পদ। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে সার্জারি বিভাগে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবদুল্লাহ আল ফারুক অদ্যাবধি আসেননি।

উল্লেখ্য, আন্দোলনকালীন মন্ত্রীর আশ্বাসে ছাত্ররা তাদের লাগাতার কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করে। কিন্তু আশ্বাস অনুযায়ী পদক্ষেপ না নেয়ায় ছাত্ররাস আবার আন্দোলন শুরু করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। ছাত্র নেতারা কলেজ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ মর্মে, আলটিমেটাম দেয় যে, যদি ২১ জানুয়ারি মধ্যে দাবি অনুযায়ী শিক্ষক সংকটসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ না নেয়া হয় তাহলে আবার লাগাতার আন্দোলন শুরু হবে। চাপের মুখে আবারও কর্তৃপক্ষ গত ২২ জানুয়ারি প্যাথলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, মানসিক বিভাগ, চর্ম, রক্ত পরিসঞ্চালন, শিশুশৈল, অর্থপেডিক সার্জারি, মেডিসিনসহ ৮টি বিষয়ে ৮ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ দেয়। এ ৮ জনের একজনও যোগদান করেননি এখন পর্যন্ত। বরিশাল মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ ভিপি তৌহিদুজ্জামান জানান, ২২ জানুয়ারি যে ৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা কেউ যোগদান না করলেও মন্ত্রণালয় থেকে আরও ৮ জন শিক্ষক দেয়ার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষক সংকটের করুণ চিত্র তুলে ধরে ভিপি জানান, চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বায়োকেমিস্ট্রি, সার্জারি, ফার্মাকোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন, শিশু বিভাগ, ফিজিক্যাল মেডিসিন, সার্জারি, রেডিওলজি ও শিশুশৈল বিভাগের বেহাল অবস্থা। বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে ৪ জন শিক্ষক পদে ১ জন শিক্ষকও নেই। এ বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপক ডা. জাহানারা মুর্শিদ কামালের নিয়োগ বরিশালে হলেও আজ পর্যন্ত তিনি একদিনও কলেজে আসেননি। ওই বিভাগ তালাবদ্ধ। ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, শিশুশৈল বিভাগে ৪ জনের স্থলে শিক্ষক আছে ১ জন করে। হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে রেজিস্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার নেই। এমবিবিএস তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ক্লিনিক্যাল ক্লাস হয়। ওই ক্লাস নেন রেজিস্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রাররা। তৃতীয়বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ক্লিনিক্যাল ক্লাস হয় না। বরিশাল মেডিকেল কলেজে ২১টি প্রফেসর পদে আছেন মাত্র ১ জন। ছাত্রছাত্রীরা জানান, চরম শিক্ষক সংকটের পাশাপাশি লাইব্রেরিতে বই সংকটও প্রকট। প্রয়োজনীয় আবাসিক ছাত্রদের ফার্নিচারও দেয়া হচ্ছে না গত ৫ বছর। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা জানান, কর্তৃপক্ষ সংকটের সমাধান না করে আবার ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে যেতে উসকে দিচ্ছে।